গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক অনুসরণিকা

সম্প্রসারিত কালীগঞ্জ মডেল

Standard Operating Procedure (SOP) for Birth and Death Registration

Expanded Kaliganj Model

[জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যবহারের জন্য প্রণীত]

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

চৈত্র ১৪২৯/মার্চ ২০২৩

সার্বিক নির্দেশনা: - মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সম্পাদনা: - জনাব খালেদ হাসান
যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সহ-সম্পাদনা: - মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
উপসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরামর্শ: - মোঃ রাশেদুল হাসান
রেজিস্ট্রার জেনারেল
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রণয়ন সহযোগিতা: - মোঃ নজরুল ইসলাম
কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর, সিআরভিএস
ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস

- মোঃ মঈন উদ্দিন
কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর, সিআরভিএস
ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস

সূচি

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক অনুসরণিকা
সম্প্রসারিত কালীগঞ্জ মডেল
Standard Operating Procedure (SOP) for Expanded Kaliganj Model

পটভূমি: পৃথিবীর অনেক দেশে সঠিক তারিখ সম্বলিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন দ্বারা নির্ধারিত একটি অপরিহার্য বিষয়। একশত পঞ্চাশ বছর পূর্ব থেকে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম চালু থাকলেও আইন ও বিধি অনুযায়ী সঠিকভাবে দেশের সকল মানুষের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা যায়নি। তাই সঠিকভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যে পুরানো আইন বাতিল করে ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয় এবং ২০১৬ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে সিআরভিএস-এর বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Make Every Life Count' অর্জনে বাংলাদেশে সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (সিআরভিএস)-এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সিআরভিএস বিশ্বজুড়ে একটি চলমান, স্থায়ী এবং বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়ায় বাংলাদেশে একটি সমন্বিত সিআরভিএস ব্যবস্থা বাস্তবায়নে রুলস অব বিজনেস অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৫ সাল থেকে সিআরভিএস-এর কার্যক্রম সমন্বয় করছে। সিআরভিএস-এর মূল উপাদান ৬টি, যেমন-জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয়, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং দত্তক গ্রহণ। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ জড়িত। সকলের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, এবং মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয়ের জন্য ২০১৬ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ভাইটাল স্ট্র্যাটিজিস্-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৩। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে সঠিকভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং সনদ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বয়স প্রমাণে এবং বিভিন্ন প্রকার সেবা পেতে সঠিক জন্ম তারিখ সম্বলিত জন্ম সনদ একজন নাগরিকের জন্য একটি অপরিহার্য লিগ্যাল ডকুমেন্ট। একই সাথে এটি যেমন একজন মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার তেমনি তার মানবাধিকার। অন্যদিকে সুষ্ঠুভাবে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য মৃত্যুর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করাও অতীব জরুরি। যখন হার্ট অ্যাটাক, লিভার, ফুসফুস বা হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় তখন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুণগত উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ এবং যথাযথ চিকিৎসার উদ্যোগ সঠিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৯ লাখের (২০২২) বেশি। স্থুল জন্ম হার অনুসারে বছরে ৩০ লাখ শিশুর জন্ম হয় এবং স্থুল মৃত্যু হার অনুসারে বছরে ৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু ২০১৫ সালে মাত্র ৫ লাখ শিশুর জন্ম নিবন্ধন এবং ১ লাখ মানুষের মৃত্যু নিবন্ধন হয়।

৫। উক্ত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ‘Technical support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয়ে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নিম্নোল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করে:

(ক) স্থুল জন্ম ও মৃত্যুহার অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে শতভাগ নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;

(খ) চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়া পল্লী এলাকায় বাড়িতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মানুযায়ী বাচনিক ময়না তদন্তের (Verbal Autopsy) মাধ্যমে নির্ণয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীগণকে সম্পৃক্তকরণ;

(গ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম ও মৃত্যুর আবেদন পৌঁছানোর কাজে তাদের দায়িত্ব প্রদান; এবং

(ঘ) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বৃদ্ধির জন্য প্রবর্তিত এই সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-ই কালীগঞ্জ মডেল হিসাবে পরিচিত।

৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্ণিত সিআরভিএস প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৪টি জেলার সকল উপজেলায় কালীগঞ্জ মডেল সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, কালীগঞ্জ মডেল অধিকতর এলাকায় সম্প্রসারণের ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে জন্ম ও মৃত্যুর নোটিফিকেশন প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধি অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। এই আইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মচারী ও গ্রাম পুলিশের ভূমিকা ব্যাপক। সুষ্ঠুভাবে ও যথাসময়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য সরকার সময় সময় আইন, বিধিমালা, নির্দেশিকা, সার্কুলার ইত্যাদি জারি করেছে। সম্প্রতি জারীকৃত নির্দেশিকায় শুদ্ধভাবে নির্ধারিত সময়ে শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য বিভাগ থেকে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট -ক)**। ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্নিহিত বিষয় নিম্নরূপ:

(ক) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাঠকর্মী ও গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু তথ্য সংগ্রহ;

(খ) মাসিক সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধির নিকট থেকে পরবর্তী মাসের সম্ভাব্য প্রসব সংখ্যা সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী সময়মতো জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব উল্লেখ করে শুভেচ্ছা/অভিনন্দন পত্র প্রেরণ;

(গ) শুভেচ্ছা পত্রের সঙ্গে জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম সংযুক্ত করা; জন্মের পর আবেদন সংগ্রহ করা এবং জন্ম সনদ পিতা/মাতার নিকট হস্তান্তর; এবং

(ঘ) গ্রাম পুলিশকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহসহ যথাসময়ে সনদ বিতরণ নিশ্চিত করা।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সহজ, বোধগম্য ও সফল করার জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যবহারের নিমিত্ত এই অনুসরণিকা প্রণয়ন করা হলো।

৭। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

৭.১। তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পৃক্তকরণ: টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে নেতৃস্থানীয় একটি দেশ। শিশুদের মধ্যে প্রথম ডোজ টিকা প্রদানে বাংলাদেশের সফলতা ৯৯.৫%। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারীদের নিকট তাদের কর্মক্ষেত্রের আওতাভুক্ত এলাকার সক্ষম দম্পতি, সন্তান সম্ভবা মা এবং টিকা গ্রহণকারী শিশুদের বিস্তারিত তালিকা চলমান দলিল হিসাবে হালনাগাদ অবস্থায় থাকে। তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের নিকট রক্ষিত তথ্যকে ব্যবহার করার জন্য কালীগঞ্জ মডেলে জন্ম নিবন্ধককে টিকা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

৭.২। গ্রাম পুলিশকে সম্পৃক্তকরণঃ

গ্রাম পুলিশ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে সকলের নিকট পরিচিত ব্যক্তি। এছাড়া, গ্রাম পুলিশ এলাকার সকল তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কর্মচারী। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আইনেও গ্রাম পুলিশকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শতভাগ সফল করার জন্য গ্রাম পুলিশকে কার্যকরভাবে নিয়োজিত করতে হবে।

সম্প্রসারিত কালীগঞ্জ মডেলে স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সম্মুখ সারির কর্মচারী এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীগণের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উভয় পক্ষ পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-এর তত্ত্বাবধানে পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এই সমন্বয় নিশ্চিত করবেন।

৭.৩। জন্ম ও মৃত্যুর আবেদন ফরম পূরণে সহায়তা:

(ক) জন্ম নিবন্ধন আবেদন: স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ শিশুর প্রথম ডোজ টিকা প্রদানের পূর্বের দিন শিশুকে প্রস্তুতকরণ এবং সময়মত টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য শিশুর মা-বাবাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ (ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন বা আইপিসি) প্রদান করেন। আইপিসি-এর সময় স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০১.০৭.২০১৪ খ্রি. তারিখের ৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০৪.২০১২(অংশ)-১০২১ সংখ্যক পরিপত্রের আলোকে **(পরিশিষ্ট-খ)** জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম পূরণে পরিবারকে সহায়তা করেন । পূরণকৃত জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরমটি ইতঃপূর্বে গ্রাম পুলিশ সংগ্রহ করে না থাকলে টিকা প্রদানের দিনে মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রসহ টিকা কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য তারা পরিবারকে অনুরোধ করবেন । টিকা দেওয়ার পূর্বে পূরণকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ যাচাই করে স্বাস্থ্য সহকারী/পরিবার কল্যাণ সহকারী রেখে দিবেন। এইভাবে জমাকৃত আবেদনসমূহ তারা প্রতি সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের নিকট জমা দিবেন। সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক জন্ম নিবন্ধনের এ সকল আবেদন পরীক্ষাপূর্বক সঠিকতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে জমা দিবেন।

(খ) মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন: স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ মৃত্যুর তথ্য তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করে মৃত্যু নিবন্ধন ফরম পূরণে পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিপত্রের আলোকে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করবেন। পূরণকৃত ফরম ইতঃপূর্বে গ্রাম পুলিশ সংগ্রহ করে না থাকলে প্রতি সপ্তাহে তারা পরিবারের নিকট থেকে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের নিকট জমা দিবেন। সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক প্রাপ্ত আবেদন প্রতি সপ্তাহে ইউনিয়ন পরিষদে জমা দিবেন।

৭.৪। ইউনিয়ন পরিষদের কাজ:

(ক) শুভেচ্ছা বার্তা/অভিনন্দনপত্র/শোকবার্তা প্রেরণ: মাসিক টাস্কফোর্স সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে তাঁর এলাকার পরবর্তী মাসের সম্ভাব্য জন্মের তালিকা সংগ্রহ করবেন। উক্ত তালিকা অনুযায়ী তিনি সম্ভাব্য জন্মগ্রহণকারী শিশুর পিতা-মাতার নিকট গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করবেন **(পরিশিষ্ট-গ)**। এতে জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব, নিকটবর্তী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসব কার্য সম্পন্নের উপকারিতা ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। এই পত্রের সঙ্গে একটি জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম সংযুক্ত করা হবে। শিশুর জন্মের পর ৪৫ দিনের মধ্যে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে পূরণকৃত ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

মৃত্যুর তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধির নিকট থেকে টাস্কফোর্স সভায় সংগ্রহ করা হবে। তাছাড়া, গ্রাম পুলিশ এবং ওয়ার্ড মেম্বার তাদের নিজ নিজ এলাকার প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য জানেন। তাঁদের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে চেয়ারম্যান মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যের নিকট গ্রাম পুলিশের

মাধ্যমে শোক বার্তা প্রেরণ করবেন **(পরিশিষ্ট-ঘ)**। এতে মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব উল্লেখ করে এর সঙ্গে একটি মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম সংযুক্ত করা হবে। মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে পূরণকৃত আবেদন ফরম গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে।

(খ) জন্ম নিবন্ধন: ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবেদনকারী, গ্রাম পুলিশ বা সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের নিকট থেকে জন্ম নিবন্ধনের আবেদন গ্রহণ করবেন। আবেদনটি পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গেলে তিনি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন এবং স্বাক্ষর নিয়ে যথাযথ পদ্ধতিতে জন্ম সনদ ইস্যু করবেন। ইস্যুকৃত জন্ম সনদ গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে অতি দ্রুত আবেদনকারীর নিকট পৌঁছাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়ার্ড সদস্য বা স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ সহকারীগণের মাধ্যমেও সনদ প্রেরণ করা যেতে পারে। আবেদনকারীগণও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সরাসরি সনদ গ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) মৃত্যু নিবন্ধন: ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবেদনকারী, গ্রাম পুলিশ বা সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের নিকট থেকে মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন গ্রহণ করবেন। আবেদনটি পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গেলে তিনি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন ও স্বাক্ষর নিয়ে মৃত্যু সনদ ইস্যু করবেন। ইস্যুকৃত মৃত্যু সনদ গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে অতি দ্রুত আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে ওয়ার্ড সদস্য বা স্বাস্থ্য/পরিবার কল্যাণ সহকারীগণের মাধ্যমেও সনদ প্রেরণ করা যেতে পারে। আবেদনকারীগণও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সরাসরি সনদ গ্রহণ করতে পারবেন।

৭.৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক কার্যক্রম সফল করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮-তে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নিম্নরূপ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব	আইন ও বিধি
১।	সনদ সংশোধনের সিদ্ধান্ত প্রদান;	ধারা ১৫(৪)
২।	সরকারি পরিদর্শক মনোনয়ন;	বিধি ২(১৯)
৩।	জেলা প্রশাসকের নিকট পরিসংখ্যান ও পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ;	বিধি ১৭(২) ও ১৮(১)
৪।	মাসিক সমন্বয় সভায় পরিসংখ্যান ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;	বিধি ১৮(৩)
৫।	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;	বিধি ১৮(৩)

তাছাড়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে জারীকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক মাসিক টাস্কফোর্স সভা আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন এবং সকল ইউনিয়নের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হচ্ছে কি-না, তা পরিবীক্ষণ করবেন।

৭.৬। সিআরভিএস-এর স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সিআরভিএস সংক্রান্ত প্রকল্প এলাকায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি কমিটি গঠন করা হয় **(পরিশিষ্ট-ঙ)**। উক্ত কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম একবার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সচিব এবং স্বাস্থ্য সহকারী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকের সমন্বয়ে সভা করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করবে। উল্লিখিত প্রকল্প এলাকার সকল উপজেলায় এই কমিটির পাক্ষিক সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন করে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিবেদন নিম্নোল্লিখিত ছক অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন। তাছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং

বাচনিক ময়না তদন্ত বিষয়ক ইউনিয়নভিত্তিক অগ্রগতি নিয়মিত আলোচ্যসূচি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে উপজেলার মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা করবেন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মাসিক প্রতিবেদন ফরম:

মাসের নাম: .... বছর ....

উপজেলার নাম	মোট জনসংখ্যা	জন্ম নিবন্ধনের তথ্য					মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য				
		প্রত্যাশিত জন্ম সংখ্যা	নিবন্ধন সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট	সম্ভাব্য মৃত্যু	নিবন্ধন সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
			০-৪৫ দিনের মধ্যে	--	--			০-৪৫ দিনের মধ্যে	--	--	
			০-৩৬৫ দিনের মধ্যে	--	--			০-৩৬৫ দিনের মধ্যে	--	--	
			এক বছরের পর (বিলম্বিত নিবন্ধন)	--	--			এক বছরের পর (বিলম্বিত নিবন্ধন)	--	--	

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

৭.৭। **উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দায়িত্ব:** উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০১.০৭.২০১৪ খ্রি. তারিখের ১০২১ সংখ্যক পরিপত্র **(পরিশিষ্ট-খ)** অনুযায়ী স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণের কার্যক্রম তদারক করবেন। তিনি মাসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমন্বয় সভায় নিয়মিত আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বাচনিক ময়না তদন্তের ইউনিয়নভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

৭.৮। **উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দায়িত্ব:** শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সম্ভাব্য প্রসবের তারিখ নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিমাসের টাস্কফোর্স কমিটির সভায় সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। তিনি তার অধিক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকগণ যাতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করেন সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুশাসন প্রদান করবেন।

৭.৯। **জেলা প্রশাসকের ভূমিকা:** যে কোনো চ্যালেঞ্জ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসনের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কালীগঞ্জ মডেলের সার্বিক সফলতার জন্য জেলা প্রশাসককে অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। গাজীপুর জেলায় কালীগঞ্জ মডেলের সফলতার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের অবদান অনস্বীকার্য। ২০০৪ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন এবং ২০১৮ সালে জারীকৃত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালায় জেলা প্রশাসককে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি পর্যালোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) তাকে সহযোগিতা করবেন। এছাড়া জেলার সিভিল সার্জন এবং উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার)-কে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট আইনি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭.১০। **স্থূল জন্মহার ও মৃত্যু হার অনুযায়ী প্রত্যাশিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা নির্ধারণ:**
বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থূল জন্মহার প্রতি ১০০০ মানুষের মধ্যে ১৮ এবং স্থূল মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ মানুষের মধ্যে ৫ জন। বিবিএস জেলাভিত্তিক স্থূল জন্ম-মৃত্যু হারও প্রকাশ ক রেছে। জেলা বিশেষে এই হার কিছুটা কম বেশী হবে।

(ক) মাসিক প্রত্যাশিত জন্ম নিবন্ধন সংখ্যা নির্ধারণের সূত্র:	উদাহরণ:
(i) $\frac{\text{ইউনিয়নের জনসংখ্যা} \times ১৮}{১০০০}$ = বার্ষিক প্রত্যাশিত জন্ম নিবন্ধন সংখ্যা (ii) $\frac{\text{বার্ষিক প্রত্যাশিত জন্ম নিবন্ধন সং}}{১২}$ = মাসিক প্রত্যাশিত জন্ম নিবন্ধন সংখ্যা	বাংলাদেশে কোন একটি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৩০,০০০ জন। স্থুল জন্মহার অনুযায়ী উক্ত ইউনিয়নের মাসিক প্রত্যাশিত জন্ম নিবন্ধন সংখ্যা নিম্নরূপ: $\frac{৩০,০০০ \times ১৮}{১০০০}$ = ৫৪০ (বার্ষিক) ৫৪০÷১২= ৪৫ (মাসিক)

উক্ত ইউনিয়নে মাসে জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে প্রায় ৪৫টি শিশুর জন্ম নিবন্ধন করতে হবে। অর্থাৎ দিনে সর্বোচ্চ ২টি জন্ম নিবন্ধন করলেই জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যেই ১০০ ভাগ জন্ম নিবন্ধন করা সম্ভব হবে।

(খ) মাসিক প্রত্যাশিত মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা নির্ধারণের সূত্র:	উদাহরণ:
(i) $\frac{\text{ইউনিয়নের জনসংখ্যা} \times ৫}{১০০০}$ = বার্ষিক প্রত্যাশিত মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা (ii) $\frac{\text{বার্ষিক প্রত্যাশিত মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা}}{১২}$ = মাসিক প্রত্যাশিত মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা	বাংলাদেশে কোন একটি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৩০,০০০ জন। স্থুল মৃত্যুহার অনুযায়ী উক্ত ইউনিয়নের মাসিক প্রত্যাশিত মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা নিম্নরূপ: $\frac{৩০,০০০ \times ৫}{১০০০}$ = ১৫০ (বার্ষিক) ১৫০÷১২= ১২ (মাসিক)

উক্ত ইউনিয়নে মাসে মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে প্রায় ১২ জনের মৃত্যু নিবন্ধন করতে হবে। অর্থাৎ প্রতি দুই দিনে ১ টি মৃত্যু নিবন্ধন করলেই মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যেই ১০০ ভাগ মৃত্যু নিবন্ধন করা সম্ভব হবে।

৭.১১। জেলা প্রশাসকগণ তাদের আওতাভুক্ত প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধক অফিস থেকে প্রাপ্ত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত ছকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মাসিক প্রতিবেদন ফরম:

মাসের নাম: ....

জেলার নাম	মোট জনসংখ্যা	জন্ম নিবন্ধনের তথ্য					মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য				
		প্রত্যাশিত জন্ম সংখ্যা	নিবন্ধন সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট	সম্ভাব্য মৃত্যু	নিবন্ধন সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
			০-৪৫ দিনের মধ্যে	--	--			০-৪৫ দিনের মধ্যে	--	--	
			০-৩৬৫ দিনের মধ্যে	--	--			০-৩৬৫ দিনের মধ্যে	--	--	
			এক বছরের পর (বিলম্বিত নিবন্ধন)	--	--			এক বছরের পর (বিলম্বিত নিবন্ধন)	--	--	

উপজেলা নির্বাহী অফিসার **জেলা প্রশাসক**

৭.১২। রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর কার্যালয় থেকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকেও অনুরূপভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রেজিস্ট্রার জেনারেল উপজেলাভিত্তিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট জেলাকে অবহিত করবেন। মূল্যায়নের অনুলিপি প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৭.১৩। এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সফলতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন না থাকার কারণে আইনানুযায়ী জন্ম নিবন্ধনে বাংলাদেশ গুণগত সফলতা অর্জন করতে পারছে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টার্গেট অর্জনসহ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে আমাদেরকে অবশ্যই আইনানুযায়ী জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে সকল জন্মের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। স্থূল জন্ম ও মৃত্যুহারের ওপর ভিত্তি করে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌরসভার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কোনো কঠিন কাজ নয়। আইন অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করা সংশ্লিষ্ট জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের আইনি দায়িত্ব। সঠিকভাবে এই আইনি দায়িত্ব সকল নিবন্ধক পালন করতে পারলে পলিসি প্রণয়নে সঠিক তথ্য প্রদান করা সম্ভব হবে।

৭.১৪। **জন্ম ও মৃত্যুর বিলম্বিত নিবন্ধন ফিস :** আইন অনুযায়ী শতভাগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালায় সরকার **জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধন কারীর ফিস সম্পূর্ণ মওকুফ করেছেন।** এছাড়া বিলম্বিত নিবন্ধনের ফিসও ব্যাপক ভাবে হ্রাস করা হয়েছে। নিম্নে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ফিসের পরিমাণ দেওয়া হলো ।

(বিধি-২১):

ক্রম	বাবদ	ফিসের হার	
		দেশে	বিদেশে
১.	জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন	বিনা ফিসে	বিনা ফিসে
২.	জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিনের পর হতে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন (সাকুল্যে)	২৫ টাকা	১ মার্কিন ডলার
৩.	জন্ম বা মৃত্যুর ৫ (পাঁচ) বছর পর হতে কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবনধন (সাকুল্যে)	৫০ টাকা	১ মার্কিন ডলার
৪.	তথ্য সংশোধনের আবেদন ফি	১০০ টাকা	২ মার্কিন ডলার
৫.	জন্ম তারিখ ব্যতীত নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি অন্যান্য তথ্য সংশোধনের জন্য আবেদন ফি	৫০ টাকা	১ মার্কিন ডলার
৬.	বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় মূল সনদ বা তথ্য সংশোধনের পর সনদের কপি সরবরাহ	বিনা ফিসে	বিনা ফিসে
৭.	বাংলা ও ইংরেজি উভয় সনদের কপি সরবরাহ	৫০ টাকা	১ মার্কিন ডলার

একনজরে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়া

(ক) জন্ম নিবন্ধন:

ইউনিয়ন

- **(১)** ইউনিয়নের হালনাগাদ জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ; জন্ম নিবন্ধন ফরম মজুদকরণ →
- **(২)** স্থূল জন্মহার অনুযায়ী মাসিক প্রত্যাশিত জন্ম সংখ্যা নির্ণয় →
- **(৩)** নিয়মিতভাবে ইউনিয়নের মাসিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক টাস্কফোর্স সভা আয়োজন →
- **(৪)** টাস্কফোর্স সভায় সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের নিকট থেকে 'ইডিডি'-সহ সন্তান সম্ভবা মায়ের তালিকা গ্রহণ ও হালনাগাদকরণ →
- **(৫)** সন্তান সম্ভবা মায়ের হালনাগাদকৃত তালিকা রেজিস্টারে সংরক্ষণ →
- **(৬)** 'ইডিডি'-র ভিত্তিতে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে পরিবারকে জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরমসহ শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ →

স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ইউনিয়ন পরিষদ

- **(৭)** টিকার জন্য নবজাত শিশুর মা-বাবার সঙ্গে আইপিসি করাকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম পূরণে সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের পরামর্শ প্রদান →
- **(৮)** গ্রাম পুলিশ কর্তৃক পূরণকৃত আবেদন ফরম সংগ্রহ (ক্ষেত্র বিশেষে স্বাস্থ্য সহকারী ও পঃ কঃ সহকারী কর্তৃক এই ফরম সংগ্রহ করে সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক/ পঃকঃ পরিদর্শকের নিকট হস্তান্তর →
- **(৯)** গ্রাম পুলিশ /সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্বলিত আবেদন ইউনিয়ন পরিষদে জমা দান →
- **(১০)** ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনের আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ এবং জমাকারীকে সকল আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান →
- **(১১)** প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে বিধি অনুযায়ী জন্ম নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং সনদ ইস্যুকরণ →
- **(১২)** প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত জন্ম নিবন্ধন সনদ বিধি অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ বা ক্ষেত্র বিশেষে স্বাস্থ্য কর্মীগণের মাধ্যমে আবেদনকারীর নিকট বিতরণ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

(১৩) উপজেলা নিবাহী অফিসার কর্তৃক মাসিক টাস্কফোর্স সভায় জমাকৃত আবেদন এবং ইস্যুকৃত সনদের বিতরণ অগ্রগতি পর্যালোচনা →

(১৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক পেন্ডিং আবেদনের ব্যাখ্যা তলব এবং পেন্ডিং আবেদন নিষ্পত্তির যথাযথ অনুশাসন প্রদান

(১৫) অনুশাসন অনযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গৃহীত ব্যবস্থা পরবর্তী সভায় পর্যালোচনা →

(১৬) স্থূল জন্মহার অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের বিস্তারিত তথ্য ৭.৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ছক অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ

(খ) মৃত্যু নিবন্ধন:

ইউনিয়ন

(১) ইউনিয়নের হালনাগাদ জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ; মৃত্যু নিবন্ধন ফরম মজুদকরণ →

(২) স্থূল মৃত্যুহার অনুযায়ী মাসিক সম্ভাব্য মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয় →

(৩) নিয়মিতভাবে ইউনিয়নের মাসিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স সভার আয়োজন

(৪) টাস্কফোর্স সভায় গ্রাম পুলিশ, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শকের নিকট থেকে মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ এবং রেজিস্টারে সংরক্ষণ →

(৫) সংগৃহীত তালিকার ভিত্তিতে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে পরিবারকে মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরমসহ শোকবার্তা প্রেরণ

স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ইউনিয়ন পরিষদ

(৬) আবাসিক পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য/ পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম পূরণে সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহের পরামর্শ প্রদান

→ **(৭)** গ্রাম পুলিশ কর্তৃক পূরণকৃত আবেদন ফরম সংগ্রহ। ক্ষেত্র বিশেষে স্বাস্থ্য সহকারী ও পঃ কঃ সহকারী কর্তৃক এই ফরম সংগ্রহ করে সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক/ পঃকঃ পরিদর্শকের নিকট হস্তান্তর

→ **(৮)** গ্রাম পুলিশ /সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শ/পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্বলিত আবেদন ইউনিয়ন পরিষদে জমা দান

→ **(৯)** ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদনপত্রসমূহ গ্রহণ এবং জমাকারীকে সকল আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান

→ **(১০)** প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে বিধি অনুযায়ী মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং সনদ ইস্যুকরণ

→ **(১১)** প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত মৃত্যু নিবন্ধন সনদ বিধি অনুযায়ী গ্রাম পুলিশ বা ক্ষেত্র বিশেষে স্বাস্থ্য কর্মীগণের মাধ্যমে আবেদনকারীর নিকট বিতরণ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

(১৩)) উপজেলা নিবাহী অফিসার কর্তৃক মাসিক টাস্কফোর্স সভায় জমাকৃত আবেদন এবং ইস্যুকৃত সনদের বিতরণ অগ্রগতি পর্যালোচনা

→ **(১৪)** উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক পেন্ডিং আবেদনের ব্যাখ্যা তলব এবং পেন্ডিং আবেদন নিষ্পত্তির যথাযথ অনুশাসন প্রদান

→ **(১৫)** অনুশাসন অনযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের গৃহীত ব্যবস্থা পরবর্তী সভায় পর্যালোচনা

→ **(১৬)** স্থূল মৃত্যুহার অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের বিস্তারিত তথ্য ৭.৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ছক অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ

(গ) বাচনিক ময়না তদন্ত:

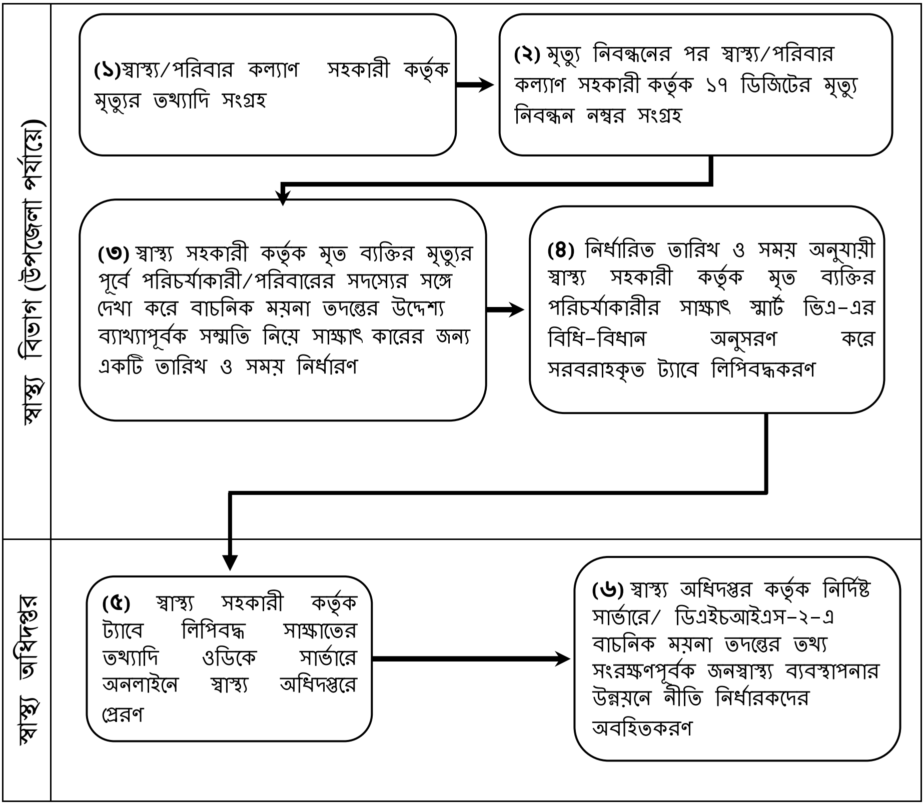

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.lgd.gov.bd

পরিশিষ্ট-ক

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭-৩৯২

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪২৮ / ১৮ আগস্ট ২০২১

নির্দেশিকা

বিষয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০২১।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং যথাসময়ে নিবন্ধন ও সনদ প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ বিষয়ে পূর্বের নির্দেশিকা রহিতক্রমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০২১ প্রণয়ন করা হল:

০২। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৮ -এর মাধ্যমে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে সার্বজনীন ঘোষণা করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিবন্ধকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

০৩। আইনে নিবন্ধকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিবন্ধক সকল ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করবেন। তিনি তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিজে অথবা অন্য কাউকে ক্ষমতা প্রদানপূর্বক তদন্ত করতে পারবেন। আইনের বিধান লঙ্ঘিত হলে অর্থাৎ যথা সময়ে জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধক আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য নোটিশ করতে পারবেন। প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করাও নিবন্ধকের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়।

০৪। আইন অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মূল দায়িত্ব নিবন্ধকের। কিন্তু পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় আইনে বর্ণিত ৪৫ দিনের সময়সীমার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের হার সন্তোষজনক নয়। এতে প্রতীয়মান হয় অন্যান্য কাজের ভিড়ে নিবন্ধক কার্যালয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। এ অবস্থা নিরসনকল্পে এখন থেকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে নিবন্ধক কার্যালয়ের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাজ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি-কর্মচারী সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন, তবে সকলের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে নিবন্ধককে।

০৫। এসডিজি এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহে গৃহীত সিআরভিএস (CRVS) দশকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিবন্ধক উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগসহ সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত মা কর্মীদের নিকট থেকে নিবন্ধক কার্যালয়ের মাসিক সভায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি শিশুর জন্ম-পূর্ব সময়ে পরিবারের নিকট অভিনন্দন বার্তাসহ জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম প্রেরণ করবেন। অনুরূপভাবে ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ এবং অন্যান্য সূত্রে মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর নিবন্ধক শোকবার্তাসহ মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম পরিবারের নিকট প্রেরণ করবেন। গ্রাম পুলিশ-কর্মচারীর মাধ্যমে এই ফরম ও নিবন্ধন সনদ বিতরণ এবং আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হবে।

০৬। আইন ও বিধির আলোকে পর্যাপ্ত পরিদর্শন, সহায়ক তত্ত্বাবধান এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নিবন্ধন কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে দক্ষতাকে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্ম সম্পাদন (performance) মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

০৭। নির্ধারিত সময়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিবন্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন, তত্ত্বধান ও পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে টাস্ক ফোর্সসমূহ গঠন করা হল:

১. বিভাগীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স:

গঠন

১. বিভাগীয় কমিশনার - সভাপতি
২. সকল জেলা প্রশাসক - সদস্য
৩. পরিচালক, স্বাস্থ্য - সদস্য
৪. পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা - সদস্য
৫. উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা - সদস্য
৬. উপপরিচালক, শিক্ষা - সদস্য
৭. এনজিও প্রতিনিধি - ৩ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
৮. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৯. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি - সদস্য
১০. পরিচালক, স্থানীয় সরকার - সদস্য সচিব

দায়িত্ব

- জেলা টাস্ক ফোর্সের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের বিষয়টিকে ক্রস কাটিং ইস্যুতে পরিণত করার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম বা বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত করা;
- স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার অনুযায়ী বিভাগের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- জেলা থেকে প্রাপ্ত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একত্রীভূত করে নির্ধারিত সময়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে প্রেরণ;
- মাসিক সভায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. সিটি কর্পোরেশন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স:

গঠন

১. মেয়র, সিটি কর্পোরেশন-উপদেষ্টা
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি
৩. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা – সদস্য সচিব
৪. পরিচালক, স্থানীয় সরকার - সদস্য
৫. আরবান প্রাইমারি হেলথকেয়ার প্রকল্পের প্রতিনিধি- সদস্য
৬. এনজিও প্রতিনিধি ৩ জন (মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৭. স্থানীয় সমাজ কর্মী ২ জন (মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৮. সকল কাউন্সিলর – সদস্য
৯. সামাজিক নেতা ২ জন (মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)) - সদস্য
১০. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি ২ জন

দায়িত্ব

- ওয়ার্ড টাস্ক ফোর্সের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত কর্মসূচির জন্য অর্থের সংস্থান করা;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ভিত্তিক জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- ইপিআই কর্মসূচির আওতায় টিকা কেন্দ্রে শিশুদের জন্ম তথ্য সংগ্রহ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম এবং জন্ম সনদপত্র বিতরণ নিশ্চিত করা;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ে

(মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য

প্রেরণ;

- মাসিক সভায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; এবং
- সকলের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. জেলা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স:

গঠন

১. জেলা প্রশাসক - সভাপতি
২. সিভিল সার্জন - সদস্য
৩. উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার -সদস্য সচিব
৪. অতিঃ জেলা প্রশাসক (/শিঃ ও উঃ) - সদস্য
৫. উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা - সদস্য
৬. সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - সদস্য
৭. সকল পৌর মেয়র - সদস্য
৮. জেলা শিক্ষা অফিসার - সদস্য
৯. জেলা তথ্য কর্মকর্তা - সদস্য
১০. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার - সদস্য
১১. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - সদস্য
১২. এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ৩ জন - সদস্য
১৩. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি - সদস্য

দায়িত্ব

- সংশ্লিষ্ট উপজেলা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং পৌরসভা টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান; প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান;
- বিধি ২ (১৯) অনুযায়ী সরকারি পরিদর্শক নিয়োগ;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার অনুযায়ী জেলা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- সকল উপজেলা, পৌরসভা ও ক্যান্টবোর্ড থেকে প্রাপ্ত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ; এবং
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় পরিদর্শন ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. উপজেলা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স:

গঠন

১. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ - উপদেষ্টা
২. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - সভাপতি
৩. সকল ইউপি চেয়ারম্যান - সদস্য
৪. পৌর মেয়র/প্রতিনিধি - সদস্য
৫. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা - সদস্য
৬. সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য
৭. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা - সদস্য
৮. সমাজসেবা কর্মকর্তা - সদস্য
৯. মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা - সদস্য
১০. প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সদস্য
১১. পরিসংখ্যান কর্মকর্তা - সদস্য
১২. মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা - সদস্য
১৩. স্থানীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি/সম্পাদক - সদস্য
১৪.এনজিও প্রতিনিধি (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) ২ জন - সদস্য
১৫. স্থানীয় সমাজকর্মী (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) ২ জন - সদস্য
১৬. সদস্য-সচিব (উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর সাথে আলোচনাক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)

দায়িত্ব

- ইউনিয়ন টাস্ক ফোর্সের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক উদ্বুদ্ধ করণ ও বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা ;
- স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার অনুযায়ী ইউনিয়ন এবং উপজেলার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সরবরাহ;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের ওপর নিবন্ধক কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিধি ২(১৯) অনুযায়ী সরকারি পরিদর্শক নিয়োগ;
- জেলা প্রশাসকের নিকট পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং
- উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় পরিদর্শন পরিসংখ্যান প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. পৌরসভা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স:

গঠন

১. পৌর মেয়র - সভাপতি

২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা - সহসভাপতি

৩. সকল কাউন্সিলর - সদস্য

৪. পৌরসভা সচিব - সদস্য

দায়িত্ব

- ওয়ার্ড টাস্ক ফোর্সের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত কর্মসূচি সফল করতে অর্থের সংস্থান;
- স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার অনুযায়ী পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের

৫. মেডিকেল কর্মকর্তা - সদস্য

৬. সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাঃ ও পঃ পঃ কর্মকর্তার প্রতিনিধি - সদস্য

৭. উপ-পরিচালক পঃ পঃ/ উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তার প্রতিনিধি - সদস্য

৮. এনজিও প্রতিনিধি (পৌর মেয়র কর্তৃক মনোনীত) ২ জন - সদস্য

৯. স্থানীয় সমাজ কর্মী (পৌর মেয়র কর্তৃক মনোনীত) ২ জন - সদস্য

১০. স্যানিটারি ইন্সপেক্টর - সদস্য সচিব

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;

- স্বাস্থ্য কর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীর মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, অভিনন্দনপত্র ও শোকবার্তাসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম বিতরণ এবং নিবন্ধন শেষে সনদ বিতরণ;
- ইপিআই কর্মসূচির আওতায় টিকা কেন্দ্রে আগত শিশুদের জন্ম তথ্য সংগ্রহক্রমে জন্ম নিবন্ধন এবং সনদ পত্র বিতরণ নিশ্চিত করা;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচির অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;
- পৌরসভায় মাসিক সভায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- সকলের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. ইউনিয়ন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন টাস্ক ফোর্স:

গঠন

১. ইউপি চেয়ারম্যান - সভাপতি
২. সকল ইউপি সদস্য - সদস্য
৩. সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক - সদস্য
৪. পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক - সদস্য
৫. এনজিও প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ২ জন - সদস্য
৬. স্থানীয় সমাজকর্মী (চেয়ারম্যান মনোনীত) ২ জন - সদস্য
৭. ইউপি সচিব - সদস্য সচিব

দায়িত্ব

- ওয়ার্ড টাস্ক ফোর্সের কার্যাবলি তত্বাবধান;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচার এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্ড সভা এবং অন্যান্য উপযুক্ত ফোরামে নিয়মিত আলোচনা;
- স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাঠকর্মী এবং গ্রামপুলিশ-কর্মচারীদের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, অভিনন্দনপত্র ও শোকবার্তাসহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

আবেদন ফরম বিতরণ এবং নিবন্ধন শেষে সনদ বিতরণ;

- জানুয়ারি মাসে পূর্ববর্তী বছরের রেজিস্টারসমূহ বাঁধাই করে জেলা প্রশাসকের রেকর্ডরুমে প্রেরণ;
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ;
- বিধি মোতাবেক রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করণ;
- ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- সকলের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করতে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(হেলালুদ্দীন আহমদ)
সিনিয়র সচিব

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ওয়েবসাইট: www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০৪.২০১২(অংশ)-১০২১

তারিখ: ০১/০৭/২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ
১৭/০৩/১৪২১ বঙ্গাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণকর্মীদের সহযোগিতা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ এ শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। আইনের ৯(১)(ঘ) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করতে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণকর্মীগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আন্তর্জাতিকভাবে এখন শিশুর সঠিক জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে। ইপিআই কর্মীগণ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহের আলোকে জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হল:

১. শিশুর ইপিআই কার্ডে ও ইপিআই রেজিস্টারে শিশুর জন্ম নিবন্ধন নম্বর লিখা বাধ্যতামূলক করতে হবে;

২. শিশুর প্রথম ডোজ টিকার দিনে জন্ম নিবন্ধন সনদ না থাকলে অনলাইনে বা হাতে লিখে ইপিআইকর্মীগণ শিশুর জন্ম নিবন্ধন আবেদনপত্র তৈরিতে সহায়তা করবে;

৩. ২য় ডোজের দিনেও শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ না থাকলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্য নিবন্ধককে অবহিত করবেন;

৪. ইপিআই কর্মসূচি পূর্ণাঙ্গভাবে সফটওয়্যারভিত্তিক হলে জন্ম নিবন্ধন সফটওয়্যারের সাথে এপিআই সংযোগের মাধ্যমে ইপিআই কর্মসূচি খুব সহজেই শিশুর ব্যক্তিগত তথ্য ইপিআই জন্ম নিবন্ধন সফটওয়্যার হতে সংগ্রহ করবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৯৮৫
sasadmin1@mohfw.gov.bd

পরিশিষ্ট-গ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

.... ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:..............., জেলা:...............

নম্বর: ....   তারিখ: ....
প্রতি:
জনাব/বেগম ....
গ্রাম: ....
ডাকঘর: ....

শুভেচ্ছাবার্তা

আপানাদের পরিবারে একজন নতুন অতিথি আসছে এই সংবাদ জেনে আমরা আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনাগত অতিথি এবং তার মায়ের সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। প্রসব-পূর্ব এবং প্রসবকালীন সেবার জন্য নিকটস্থ কম্যুনিটি ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য আপনাকে পরামর্শ প্রদান করছি। কারণ গৃহে প্রসব মা ও শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; অপরদিকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় তা নিরাপদ। এ বিষয়ে প্রয়োজনে আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

জন্মের সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব সন্তানের জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করা আপনাদের একটি আবশ্যকীয় আইনি দায়িত্ব। আপনাদেরও যদি অনলাইন জন্ম নিবন্ধন না থাকে অবিলম্বে তা করিয়ে নিতে হবে। রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা লাভের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ একটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান দলিল। নিবন্ধন কার্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত ।

এই পত্রের সঙ্গে একটি জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম প্রেরণ করা হল। শিশুর জন্মের পর ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে রাখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে আপনারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকর্মীগণের পরামর্শ-সহায়তা চাইতে পারেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পুলিশ এই আবেদন পত্রটি আপনাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে ইউনিয়ন পরিষদে জমা দিবেন। এর পর জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন করে আমরা সনদটি আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিব।

সংযুক্তি: জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম – ১টি।

(...........................)
চেয়ারম্যান
এবং
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
.... ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:..............., জেলা:...............

পরিশিষ্ট-ঘ

নম্বর: ....   তারিখ: ....

প্রতি:
জনাব/বেগম ....
গ্রাম: ....
ডাকঘর: ....

শোকবার্তা

জনাব/বেগম ....-এর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত/শান্তি কামনা করি। আপনি এবং আপনার পরিবারের সদস্যগণ তার মৃত্যুজনিত অপূরণীয় ক্ষতি ও শোক দ্রুত কাটিয়ে উঠবেন এই প্রার্থনা করি।

মৃত্যুর সাথে সাথে মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করা মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের একটি অত্যাবশ্যকীয় আইনি দায়িত্ব। উত্তরাধিকার সনদ এবং নামজারি ও জমাভাগ প্রাপ্তিসহ সরকারি বিভিন্ন কাজে মৃত্যু নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হয়। এটি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় দলিল। মৃত্যু নিবন্ধন থেকে প্রাপ্ত মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত তথ্য জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, আইনানুগভাবে মৃত্যুর রেকর্ড সংরক্ষণ মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মানবোধের পরিচায়ক। আপনাকে এই সেবা প্রদানের জন্য আমরা সদা প্রস্তুত।

মৃত্যু নিবন্ধনের একটি আবেদন ফরম এই সঙ্গে প্রেরণ করছি। ফরমটি যত দ্রুত সম্ভব পূরণ করে রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। এ বিষয়ে আপনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মীগণের পরামর্শ-সহায়তা চাইতে পারেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পুলিশ আপনার নিকট থেকে এই আবেদন পত্র সংগ্রহ করে ইউনিয়ন পরিষদে জমা দিবেন। এর পর মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করে সনদটি আমরা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিব।

সংযুক্তি: মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম -১টি।

(..........................)
চেয়ারম্যান
এবং
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধক

পরিশিষ্ট-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সিভিল রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা

www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০. ৭২৪.১৪.০০২.২০-০৮০ তারিখ : ২৯শ্রাবণ ১৪২৭ ,১৩আগস্ট ২০২৩

পরিপত্র

বিষয়: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক কালীগঞ্জ মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি গঠন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘Technical support for CRVS system improvement in Bangladesh’ প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয়ে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় স্থুল জন্ম ও মৃত্যুহার অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে শতভাগ নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং ডাক্তারের তত্ত্বাবধান ছাড়া পল্লী এলাকায় নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মানুযায়ী বাচনিক ময়না তদন্তের (Verbal Autopsy) মাধ্যমে নির্ণয় বিষয়ক সমন্বয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কালীগঞ্জ মডেল হিসাবে পরিচিত।

০২। ইপিআই কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে সহায়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৪ সালে জারিকৃত ০১-০৭-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৩৭.১২৬.০০.০০.০০৪.২০১২(অংশ) নম্বর পরিপত্র) সম্পৃক্ত করে আশাব্যাঞ্জক সফলতা অর্জিত হয়।

০৩। এই সফলতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আসা সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধনের আবেদনপত্র পূরণে শিশুর পিতা-মাতাকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক সহায়তার বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদে স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের দাখিলকৃত জন্ম নিবন্ধনের আবেদনসমূহ যথাসময়ে নিষ্পত্তির বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিশ্চিত করেন। কালীগঞ্জ মডেলের সফলতা উপজেলা পর্যায়ের বর্ণিত কর্মকর্তাগণের নিয়মিত পরিবীক্ষণ-এর ওপর নির্ভরশীল।

০৩। **সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির চতুর্থ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে** কালীগঞ্জ মডেলটির প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সিআরভিএস প্রকল্প এলাকাভুক্ত ০৮ টি জেলার (নরসিংদী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও নীলফামারী) সকল উপজেলায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত নির্দেশক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ক কালীগঞ্জ মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি:

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ---------------------------------- আহবায়ক
২. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ------------- সদস্য
৩. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ---------------------- সদস্য
৪. উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা----------------------------- সদস্য
৫. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল) ----------------------- সদস্য

কমিটি কার্যপরিধি:

১. জনসংখ্যার আলোকে স্থুল জন্ম ও মৃত্যুহার অনুযায়ী ইউনিয়ন ভিত্তিক জন্ম ও মৃত্যুর সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ধারণ করে জন্ম ও মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে শতভাগ নিবন্ধন নিশ্চিত করবে;
২. ইপিআই কর্মসূচির আওতায় থাকা সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম পূরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সহায়তা নিশ্চিত করবে;
৩. ইউনিয়ন পরিষদে দাখিলকৃত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের আবেদন নিষ্পত্তি যাতে যথাসময়ে সম্পন্ন হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে; এবং
৪. প্রতিমাসে ন্যূনতম একবার সভা আহ্বান করে প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।
৫. কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

সংযুক্ত: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ০১-০৭-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৩৭.১২৬.০০.০০.০০৪.২০১২ (অংশ) নম্বর পরিপত্র।

স্বাক্ষরিত
১৩-৮-২০২০
(মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৪১০৫০১০৭
ইমেইল: cr_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ:

১. জেলা প্রশাসক, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও নীলফামারী;
২. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও নীলফামারী;
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নরসিংদী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও নীলফামারী;